দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# কওমী শিক্ষাধারা বন্ধের চক্রান্ত সফল ও দেশ গ্রাসের সুযোগ কাউকে দেয়া হবে না

## -৫০ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের বিভিন্ন জেলার ৫০ জন কওমী মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও দায়িত্বশীলগণ কওমী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার ষড়যন্ত্রের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে গতকাল প্রদত্ত এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রতিবেশী একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার

পৃঃ ৯ কঃ ৭

# কওমী শিক্ষাধারা বন্ধের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এ ধারার ইসলামী শক্তির সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির সংঘাত সৃষ্টিসহ দেশের বিরুদ্ধে ৮ দফা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার যে ভয়ংকর খবর প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও লোমহর্ষক। তারা এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে দেশের কওমী মাদরাসার পরিচালক, ইতিকাফকারী এবং ছাত্র শিক্ষক সকলকে সতর্ক ও সচেতন থাকার এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে এটা প্রতিরোধ করার আহবান জানান। তারা বলেন, যেহেতু, কওমী শিক্ষাধারার সাথে এ দেশের ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামী শক্তির অস্তিত্বের প্রশ্ন এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শত্রুরা এটা বুঝেই ও কওমী প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, কওমী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি বাংলাদেশকে গ্রাস করার যে দুরাকাঙ্ক্ষা করছে তা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ, দেশপ্রেমিক জনগণ কোনদিনও বরদাশত করবে না।

বিবৃতিতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে সকল নাগরিককে ভিন্ন দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থার সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতনতার সাথে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের উদাত্ত আহবান জানান। বিবৃতিতে বলা হয় গোয়েন্দা সংস্থাটির ৮ দফা কর্মপরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশের বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক পদ থেকে প্রতিবেশী দেশটির স্বার্থের জন্য অসুবিধাজনক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কৌশলে তাদের বদলি দিয়ে সে সব পদে অনুকূল ব্যক্তিদের বসানোসহ এ দেশের কওমী শক্তিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া। বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে বিভ্রান্তে এনে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সংকুচিত করা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ [illegible] ব্যবস্থা করা। গোয়েন্দা সংস্থাটি চাপে [illegible] কে কাজে লাগিয়ে কওমী মাদ্রাসা [illegible] শিক্ষকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে দিয়ে [illegible] মাধ্যমে জঙ্গী গ্রুপ তৈরীর চেষ্টা করা [illegible] তাদের দিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড [illegible] মাধ্যমে তাদেরকে প্রশাসনের [illegible] করা। এসব পোষা জঙ্গীদের কর্মকাণ্ড কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেয়া। পোষা জঙ্গীদের দিয়ে পশ্চিম মিশন ও স্বার্থের ওপর পরিকল্পিত আঘাত হানারও চেষ্টা করা, এতে করে কওমী ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন পাওয়া সহজ হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী দেশের বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসার প্রিন্সিপালগণ হচ্ছেন :

কুমিল্লার মাওলানা আশরাফ আলী (শায়খুল হাদিস), মাওলানা আব্দুল বারী (নায়েবে মোহতামেম), ওয়াদিউল্লা সাহেব, মোহতামেম, মাওলানা নোমান সাহেব মোহতামেম

চাঁদপুরের হযরত আব্দুর রহমান (শিক্ষা সচিব), হযরত আবু হানিফা (মোহতামেম), হযরত আব্দুস সুবহান (মোহতামেম)।

ফেনীর হযরত কবির আহমাদ (মোহতামেম), হযরত আবু তাহের (নায়েবে মোহতামেম), হযরত ওলীপুর রহমান (মোহতামেম), হযরত রুহুল আমীন, হযরত বেলায়েত হোসেন (মোহতামেম),

চট্টগ্রামের মুফতী ইজহারুল ইসলাম (মোহতামেম), হযরত ছৈয়েদ (মোহতামেম), হযরত রুহুল আমিন (মোহতামেম)।

কক্সবাজারের হযরত মোহসেন (মোহতামেম)

সিলেটের হযরত নেজামুদ্দিন (শিক্ষা সচিব), হযরত মুসলেহ উদ্দীন (মোহতামেম),

হবিগঞ্জের হযরত হুসাইন আহমদ সাহেব, (মোহতামেম), হযরত আইয়ুব দিন সিদ্দিক (শিক্ষা সচিব),

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার হযরত সাইফুজ্জামান (শিক্ষা সচিব),

নুফতী শুয়াইবাত আলী (মোহতামেম)

কুষ্টিয়ার হযরত আব্দুল হামিদ (চেয়ারম্যান), হযরত ইব্রাহীম আসেমী (সেক্রেটারি)

যশোরের হযরত আনওয়ারুল করিম (মোহতামেম), হযরত আব্দুল মান্নান (মোহতামেম).

বি. বাড়ীয়ার হযরত সাজেদুর রহমান (মোহতামেম), হযরত আবুল কাশেম (প্রতিষ্ঠাতা মোহতামেম), হযরত হেমায়েতুল্লা (শিক্ষা সচিব).

ঈশ্বরদীর হযরত মাহবুবুর রহমান (মোহতামেম), হযরত আব্দুল গনি (মোহতামেম), মুফতী আহমদ আলী (শায়খুল হাদিস), হযরত আবুল কাশেম (মোহতামেম)

নেত্রকোনার হযরত হুসাইন উদ্দীন (মোহতামেম), হযরত মুনসুরুল হক খান সাহেব (মোহতামেম),

কিশোরগঞ্জের হযরত সাদিকুর রহমান জালালবাদি, (শায়খুল হাদিস).

মানিকগঞ্জের হযরত মুফতী সাইফুর (মোহতামেম),

পিরোজপুরের হযরত মুতাচিজুর রহমান (মোহতামেম)

বাগেরহাটের হযরত মাহমুদুর হাসান (মোহতামেম), হযরত মোজাম্মেল হক (মোহতামেম), হযরত পফিকুল্লাহ (মোহতামেম), হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম (মোহতামেম), হযরত মাওলানা আব্দুর সুবহান সাহেব (মোহতামেম), হযরত মওলানা মুফতী আক্কাস আলী (মোহতামেম), হযরত মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক (মোহতামেম), হযরত আব্দুর রহমান (মোহতামেম), হযরত সালমান (মোহতামেম), হযরত ইসমাইল হোসেন (মোহতামেম)।

খুলনার মাওলানা মাহবুবুর রহমান (শায়খুল হাদিস), হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (মোহতামেম), হযরত মাওলানা আসাদুল্লাহ (মোহতামেম)।